

আমরা কেন অবরুদ্ধ করছি না?

আমেরিকাকে!

আবদুল আজিজ আল-রাশিদি

আল-নাজিআহ ফাউন্ডেশন
আল-নাজিআহ

ডকুমেন্টেল আর্কাইভ
১৪২৪ হিজরি



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আমরা কেন আমেরিকাকে অবরুদ্ধ করছি না?

আবদুল আজিজ আল-রাস্তিসি

জমাদিউল আউয়াল

১৪২৪ হিজরি

ভূমিকা

রাস্তিসি যখন এই নিবন্ধটি লিখেছিলেন, তখন 'ফিলিস্তিন ইনফরমেশন সেন্টার' এটি প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ওয়েবসাইটটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লেখাটি হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর 'মুসলিম ব্রাদারহুডের ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ (ইখওয়ান উইকি)' রাস্তিসির পাতায় এটি পুনরায় প্রকাশ করে। রাস্তিসির আরও অনেক অপ্রকাশিত লেখার সঙ্গে এটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই নিবন্ধের বিশেষ দিক হলো, রাস্তিসি ও শেখ ওসামা বিন লাদেনের চিন্তাধারার অভূতপূর্ব মিল। রাস্তিসি তখন 'হামাস'-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন আর শেখ ওসামা ছিলেন জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বে। আজ যখন শত্রুরা আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে, তখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তুচ্ছ মতভেদগুলো ভুলে আমাদের এক হয়ে কাজ করার পথ খুঁজতে হবে, যাতে বড় কোনো বিবাদ মাথাচাড়া না দেয়।

রাস্তিসির এই নিবন্ধটি বর্তমান সময়ের প্রয়োজনেই পুনরায় প্রকাশ করা হলো। আমরা মনে করি, তার অন্যান্য লেখাও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া উচিত। সেগুলো অনেক আগের লেখা হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই প্রাসঙ্গিক। মুজাহিদদের রেখে যাওয়া জ্ঞানে এমন গভীর চিন্তা থাকে যা সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। তাদের এই দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য সর্বদা কল্যাণকর হয়ে থাকবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর ইনসাফ হলো, শত্রুরা আমাদের সাথে যেমন ব্যবহার করবে, আমরাও তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করব।: "যে তোমাদের আক্রমণ করবে, তোমরাও তাকে একইভাবে আক্রমণ করো" [বাকারা: ১৯৪], "যদি তোমরা শান্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকুই দাও যতটা তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে" [নাহল: ১২৬]।

তাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে লড়াই করা মোটেও অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়:

"আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে" [বাকারা: ১৯০]। আর যারা আমাদের শান্তি দেবে, যুদ্ধ থামাবে এবং আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে, তাদের সাথে আমরাও শান্তিতে থাকব। অর্থাৎ, যারা সত্যের কাছে নতি স্বীকার করবে: "যদি তারা শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো" [আনফাল: ৬১]। তাহলে আমাদের এখন কী করা উচিত যখন শত্রু আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে, যেমনটা তারা ইরাক, সুদান, লিবিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশে করেছে?

প্রথমত, ন্যায়বিচারের দাবি হলো আমরাও তাদের অবরোধ করব। এটি আমাদের নৈতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। আত্মসম্মান ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরেও এটি করা প্রয়োজন। আর সবকিছুর উর্ধ্বে এটি একটি ধর্মীয় বিধান।

এখন প্রশ্ন হলো, আমেরিকাকে অবরোধ করা কি সম্ভব, নাকি এটি কেবল কল্পনা?

সত্যি কথা হলো, আমেরিকাকে পুরোপুরি অবরোধ করতে হলে মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। উম্মাহকে জেগে উঠতে হবে, বিভেদ দূর করতে হবে এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরতে হবে। যদিও এটি সম্ভব এবং একদিন অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু বর্তমানে উম্মাহর অবস্থা তেমন নয়। যদি উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতো, তবে আমরা আমেরিকার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতাম।

আমরা কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সব দিক থেকে আমেরিকাকে বর্জন করতাম। এমনকি যারা আমেরিকাকে বয়কট করবে না, তাদেরও আমরা শান্তির আওতায় আনতাম। আমি যা বলছি তা হয়তো এখন কল্পনা মনে হতে পারে, আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এর মূল কারণ হলো আমাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা, অন্য কিছু নয়।

যেহেতু উম্মাহর অবস্থা দ্রুত পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই, তবে কি আমরা কেবল আক্ষেপ আর কষ্ট নিয়ে বসে থাকব? নাকি এমন কোনো বিকল্প খুঁজব যা দিয়ে আমেরিকাকে কোণঠাসা করা যায়? হয়তো এই বিকল্পগুলো পুরো উম্মাহর শক্তির সমান হবে না, কিন্তু আমেরিকার ওপর এর বিশাল প্রভাব পড়বে। আমি বলছি সাধারণ মানুষের মাধ্যমে আমেরিকাকে অবরোধ করার কথা। সাধারণ মানুষের মনে এখন আমেরিকার প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ টগবগ করে ফুটেছে। মানুষ যদি চায়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। তারা বিভিন্নভাবে আমেরিকার ওপর কার্যকর অবরোধ আরোপ করতে সক্ষম:

অর্থনৈতিক অবরোধ

এর অর্থ হলো, প্রতিটি আমেরিকান পণ্যের বদলে যদি দেশি বা অন্য কোনো মুসলিম দেশের বিকল্প থাকে, তবে আমরা আমেরিকান পণ্য কিনব না। আর যে পণ্যের কোনো বিকল্প নেই কিন্তু সেটি ছাড়াও আমাদের চলে, তবে তাও আমরা কেনা ছেড়ে দেব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি পালন করা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব।

এটি আল্লাহর পথে জিহাদ এবং এর জন্য পরকালে পুণ্য লাভ করা যাবে। আর যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে বা অবহেলা করে এই অবরোধ ভাঙবে,

তাকে বুঝতে হবে যে সে পাপ করছে। এর জন্য তাকে তওবা করতে হবে, অন্যথায় পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ আমেরিকা আমাদের থেকে যে মুনাফা করে, তা দিয়ে তারা যুদ্ধবিমান, মিসাইল, বিধ্বংসী বোমা ও গুলি তৈরি করে। সেই অস্ত্র দিয়েই প্রতিদিন আমাদের শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। আমেরিকা এই অর্থ দিয়েই বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের অপমান করছে। তারা ক্রুসেডার ও ইহুদিবাদীদের স্বার্থে আমাদের সভ্যতা ও ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়: "নিশ্চয়ই কাফিররা তাদের সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য" [আনফাল: ৩৬], "তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতেই থাকবে যতক্ষণ না তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে" [বাকারা: ২১৭], "তারা চায় তোমরাও তাদের মতো কাফির হয়ে যাও" [নিসা: ৮৯]।

আতঙ্কের অবরোধ

আমেরিকানরা ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিপাইন, চেকনিয়া, কাশ্মীরসহ বহু জায়গায় আমাদের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে। তারা সরাসরি আমাদের ওপর হামলা করছে অথবা আমাদের শত্রুদের সব ধরনের সাহায্য দিচ্ছে যাতে তারা আমাদের ধ্বংস করতে পারে। তাই এই আতঙ্কসনের জবাবে আমাদের উচিত আমেরিকাকে আতঙ্কে রাখা। যারা আমাদের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছে, তাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া যায় না। আমেরিকানরা যেকোনো মুসলিম দেশে প্রবেশ করলে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে জুলুম করা। তারা তাদের শয়তানি বুদ্ধি দিয়ে বানানো ধ্বংসাত্মক অস্ত্রগুলো আমাদের ওপর পরীক্ষা করে।

তারা আমাদের মুসলিম তরুণদের ওপর নির্যাতন করার জন্য স্থানীয় শাসকদের উসকানি দেয়। তারা মুসলমানদের রিজিক কেড়ে নেয় এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে। তারা মুসলমানদের অপমান করার নানা কৌশল বের করে, যা আমরা গুয়াস্তানামো বে এবং ইরাকের জেলখানাগুলোতে দেখেছি। মুসলমানদের ওপর আমেরিকার জুলুম বলে শেষ করা যাবে না। তাদের অপপ্রচারের কারণে আজ বিশ্বের যেকোনো জায়গায় একজন মুসলমানকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে দেখা হয়।

তাহলে তারা যেমন আমাদের পেছনে লেগেছে, আমরা কেন তাদের পেছনে লাগব না? তারা যেমন আমাদের আতঙ্কিত করে, আমরা কেন তাদের আতঙ্কিত করব না? আমাদের সেই ক্ষমতা আছে। আমাদের কাছে হয়তো তাদের মতো বড় বড় মারণাস্ত্র নেই, কিন্তু আমরা কি নিজেদের শরীরকেই বোমা বানিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না?

যতক্ষণ না পর্যন্ত এই খুনিরা বুঝতে পারবে যে আমাদের জীবন নিয়ে খেললে তারাও শান্তিতে থাকতে পারবে না, ততক্ষণ অবধি আমরা শান্তি পাব না। ইরাকের দুই বীর নারী শহীদ রাশেদা ও উইদাদ প্রমাণ করেছেন যে আমরা আমেরিকার শান্তি কেড়ে নিতে পারি। আমেরিকার এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমাকে ভীতি বা আতঙ্ক দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে" (১)।

জনৈক কবিও যেমন বলেছিলেন:

"সংখ্যা দিয়ে নয়, সরঞ্জাম দিয়ে নয়,

বরং আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েই আমরা বিজয়ী হব।"

(১) বুখারি (৪৩৮), মুসলিম (৫২৪)।

মিডিয়া অবরোধ

রাজনীতিবিদ, সংবাদকর্মী এবং বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব হলো আমেরিকান মিডিয়াকে বর্জন করা। আমাদের সরকারগুলো যদি আমেরিকান সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি দেয়, তবুও আমরা তাদের কঠোরভাবে বয়কট করতে পারি। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমেরিকান সাংবাদিকদের একটি বড় অংশ গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করে। আমরা যদি তাদের বয়কট করি, তবে তাদের ওপর মানসিক, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবে।

পর্যটন অবরোধ

আমাদের সরকারগুলো যদি আমেরিকানদের চলাফেরায় কোনো বিধিনিষেধ দিতে না পারে, তবুও আমরা সাধারণ মানুষ তাদের বয়কট করতে পারি। আমরা আমেরিকান পর্যটকদের জন্য আমাদের হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান এবং যানবাহন ব্যবহার বন্ধ করে দিতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি আমাদের জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য। কারণ এই পর্যটকদের বেশিরভাগই কোনো না কোনোভাবে তাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করে, যা আমাদের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

এগুলো হলো অবরোধের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। যেমনভাবে ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে বয়কট করা আজ মুসলমানদের কাছে সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি আমেরিকাকে বয়কট করাও জরুরি। আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা ইরাক ও ফিলিস্তিনে মুসলমানদের ওপর ভয়াবহ সন্ত্রাস চালাচ্ছে।